59

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...21 MAY 19..
পৃঃ ৮ কলাম ৭

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিস্থিতি

প্রায় সপ্তাহ তিনেক থেকেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস হচ্ছে এবং তার খবর প্রায় প্রতিদিনই প্রকাশিত হচ্ছে জাতীয় দৈনিকগুলোয়। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সাধারণ মানুষের উদ্বেগ বাড়ছে, কিন্তু সরকারের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার রহস্যময় আচরণ এবং ক্যাম্পাস ছাড়িয়ে সন্ত্রাসের বিস্তৃতি ঘটায় পরিস্থিতি নাজুক হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই বোধ হচ্ছে। চট্টগ্রাম শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত চলাচলকারী শাটল ট্রেনে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও শিক্ষক বাসে গুলিবর্ষণের ঘটনায় জীবনহানির পর এখন প্রশ্ন জাগছে-পুলিশের ক্ষমতার বাইরে চলে যায়নি তো পরিস্থিতি? প্রকাশিত সংবাদ মোতাবেক গত ২৮ এপ্রিল থেকে ইসলামী ছাত্র শিবির এবং ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘাত বাধে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর ও দক্ষিণ ক্যাম্পাসে ছাত্র শিবির ও ছাত্রলীগ মারমুখী অবস্থান নেয়। ইতোমধ্যে সাধারণ ছাত্ররা হল ত্যাগ করেছে। ভর্তি হতে আসা এক ছাত্রের মৃত্যুর পরও বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় হল এবং ক্লাস চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সরকারের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শাটল ট্রেনও চালু রাখা হয়েছিল। কিন্তু শিবিরের চোরাগোপ্তা হামলা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দিয়েছিল। সর্বশেষ দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটল গত সোমবার। সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় ক্যাম্পাস থেকে শহরগামী শিক্ষকদের একটি বাসে শহর উপকণ্ঠে শিবির সন্ত্রাসীরা ব্যাপক গুলিবর্ষণ করলে মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নরত এক শিক্ষকের পুত্র মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। আহত হয় এক পুলিশ কনস্টেবল। এ ঘটনার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর পদত্যাগ করেছেন। তিনি সর্বমহলের অসহযোগিতার অভিযোগে পদত্যাগ করেন। একই কারণ দেখিয়ে পদত্যাগপত্র দাখিল করেছিলেন দুই সহকারী প্রক্টর। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে তাঁরা পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় প্রক্টরিয়াল বডি রেজিস্ট্রার এবং ডিনদের। বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯ মে থেকে ২১ মে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উপাচার্য রয়েছেন দেশের বাইরে এবং উপ-উপাচার্যও চিকিৎসার জন্য অবস্থান করছেন দেশের বাইরে। এই নিয়ে ২৮ এপ্রিল থেকে ৮ বার সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটলেও পুলিশ বিভিন্ন স্থান থেকে জনা দশেককে সন্ত্রাসের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি হতে দেখা যাচ্ছে না। আশির দশকে শিবিরের হাতের কব্জিকাটা সন্ত্রাসের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্কট শুরু হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষক ও ছাত্ররা উভয়েই নোংরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। কয়েক দফা উপাচার্যের রদবদল ঘটলেও এবং কোন কোন উপাচার্য শান্তি প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হলেও বাইরের রাজনৈতিক উস্কানিতে এবং বারংবার শিবিরের সন্ত্রাসে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। পূর্ববর্তী উপাচার্য একবার হাসপাতালে আহত ছাত্রদের দেখতে গিয়ে হামলার শিকার হন। ছাত্র শিবির ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত চাকসু নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর থেকে প্রচণ্ড মারমুখী হয়ে ওঠে। তারা চাকসুকে কাজ করতে দেয়নি। নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষার পরিবেশও বজায় রাখতে দেয়নি। এসব বিষয়ে বিগত সব সরকারের আমলেই পত্রিকার পাতায় প্রচুর লেখালেখি হলেও তেমন কোন কাজ হয়নি। অদৃশ্য কোন কারণে যে শিবির সন্ত্রাসীরা দিনের পর দিন বহাল তবিয়তে ক্যাম্পাসে অবস্থান করছে তা এখনও জানা যায়নি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বকেই আসলে জিম্মি করে ফেলেছে শিবির। গত সোমবারের ঘটনা আবার প্রমাণ করল তাদের বর্বরতা।

এদিকে নানা রকম সমস্যা রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও। গত সোমবারই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নাজুক হয়ে পড়েছিল। এয়ারপোর্ট রোডে এক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়। সে খবর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা গাড়ি ভাঙচুর করে। পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে।

এছাড়া পাঁচ ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত ছাত্র ঐক্যের মিছিলে পুলিশী হামলা হয় ঢাকার বাংলামোটর এলাকায়। তারা ছাত্র রাজনীতি বন্ধের চক্রান্তের বিরুদ্ধে কর্মসূচী পালন করছিল। মিছিল নিয়ে যাচ্ছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে। মাঝপথে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। বাকবিতণ্ডা হয় ছাত্রনেতাদের সঙ্গে। এক পর্যায়ে পুলিশ বেধড়ক লাঠিচার্জ করলে নেতৃবৃন্দসহ অর্ধশতাধিক আহত হয়। সমালোচিত হয়েছে পুলিশী এই আচরণ। সার্বিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন রাজনৈতিক হানাহানি নেই, কিন্তু বিভিন্ন হলের দখল নিয়ে চাপা উত্তেজনা আছে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে।

এখনও সমস্যার আবর্তেই রয়ে গেছে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। পদত্যাগী উপাচার্য তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করে যাবেন বলে জানিয়েছেন। পদত্যাগী স্থাপত্য বিভাগের ১৩ শিক্ষক তাঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানিয়েছেন ইতোমধ্যে। একটি সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে সমস্যা সমাধানের। কিন্তু সমাধানের প্রক্রিয়াটি একটু দীর্ঘ হবে বলেই মনে হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের ধৈর্যের পরীক্ষা দেয়ারও যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটাও জরুরী। সকলেরই মনে রাখা প্রয়োজন এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তরুণ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত। রাজনীতির উর্ধে উঠে তাই সকল বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ নেয়াটাই হবে শুভবুদ্ধির পরিচায়ক।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সুস্থতার পরিচয়বাহী নয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরন্তর বর্বরতা ঘটেই চলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও থেকে থেকে সংঘাত হচ্ছে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে। বুয়েটে ছাত্র-শিক্ষকরা রাজনৈতিক বিবদমান পক্ষসমূহের প্রভাবে নিজেদের মধ্যে দলগত দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন। বাইরে থেকেও বুয়েট পরিস্থিতি নিয়ে অনৈতিক খেলা চলেছে। দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও কমবেশি উত্তেজনা রয়েছে। যে কোন সময় পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হওয়ার ঝুঁকি নিয়েই ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের দিন কাটছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্কট সৃষ্টির কারণ ভিন্ন হলেও একটি বিষয়ে কিন্তু সাযুজ্য আছে, তা হলো সর্বত্রই বিভিন্ন অজুহাতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হচ্ছে। যে কারণে না উত্তেজনা প্রশমিত হচ্ছে, না আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারছে। আর শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার বিষয়টি তো আছেই। যাঁরা সমাধান চাচ্ছেন তাঁরাও শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টিকে সম্ভবত মুখ্য বিষয় হিসাবে দেখছেন না। দেখলে অনেক সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি পাওয়া যেত এবং শিক্ষাঙ্গনগুলো শান্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে পেত।